যায়যায়দিন
তারিখ 13 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি নিয়ে চলছে সাগরচুরি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি নিয়ে চলছে সাগরচুরি। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে না এলেও উপবৃত্তি পাইয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষকরা তাদের হাজিরা খাতায় উপস্থিত দেখাচ্ছেন। উপবৃত্তি বিতরণকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও ব্যাংকারদের আপ্যায়ন ও যাতায়াতের খরচ বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা কেটে রাখা হয়। গলাচিপা উপজেলার বিচ্ছিন্ন চর ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন গিয়ে সম্প্রতি পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ৬০নং ছোটবাইশদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল কারিতাস নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার কাম বিদ্যালয়টির সামনে এক চিলতে মাঠে বিভিন্ন শ্রেণীর মাত্র ২২ জন ছেলেমেয়ে খেলাধুলা করছে। সিঁড়ি পেরিয়ে দোতালায় উঠতেই প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমানকে দেখা গেল ছাত্র হাজিরা খাতা ঠিক করতে। ওই দিনের উপস্থিতি জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানালেন প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ৯১ জন বালিকাসহ মোট ১৮৬ জনের মধ্যে ১৩৮ জন উপস্থিত। এ উপস্থিতি শুধু খাতা কলমে। মাঠে খেলাধুলারত শিক্ষার্থী আর স্কুলের হাজিরা খাতায় উপস্থিতির মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রধান শিক্ষক কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে তিনি জানান, 'বোঝেনই তো উপবৃত্তি না পেলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে চায়না, তাই খাতা ঠিকঠাক রাখতে হয়। কারণ উপবৃত্তি পেতে হলে ৮৫ ভাগ উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় ৪৫ ভাগ নম্বর পাওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে।' এ স্কুলের ৭৪ জন শিক্ষার্থী মাসে ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।

এ উপবৃত্তি নিতে গেলে বাড়তি টাকা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। স্কুলটির ছাদে ধান শুকাতে আসা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র জাহিদুলের মা জাহানারা বেগম জানালেন, মোগো দস্তখত নেওনের সময় ৩০ টাহা দেওন লাগে। কেন টাকা নেয়া হয় জানতে চাইলে তিনি জানান, 'হুনছি যে স্যারেরা টাহা লইয়া আয় হেগো খাওন আর লঞ্চ ভাড়া দেতে অয়।' প্রধান শিক্ষক বিষয়টি সরাসরি স্বীকার না করে জানালেন, আসলে ওরকম কিছু নয়।'

এ বিদ্যালয়ের আধা কিলোমিটার দক্ষিণে কোড়ালিয়া এ রহমান রেজিঃ প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে দেখা গেল স্কুল বন্ধ। তখন ঘড়িতে সময় সকাল সাড়ে ১০টা। পাশে রাস্তার ওপর দাঁড়ানো স্কুলটির একমাত্র সহকারি শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এগিয়ে এসে পরিচয় পেয়ে অফিস কক্ষের তালা খুলে ভেতরে বসতে দিলেন। জানালেন প্রধান শিক্ষিকা মিনারা বেগম থাকেন গলাচিপা উপজেলা সদরে। মাসে ২/১ দিন আসেন। শিক্ষক হাজিরা খাতা থাকে তার বাসায় আর সেখানে গিয়ে মাসের শেষে শিক্ষকদের স্বাক্ষর করতে হয়। স্কুলটির তিন শিক্ষকের অন্য শিক্ষিকা রাজিয়া বেগমও আসেন মাঝে মধ্যে।

সরেজমিন

গলাচিপার বিচ্ছিন্ন চর ছোটবাইশদিয়া

ওই দিন বেলা পৌনে ১২টায় একই গ্রামের সাজির হাওলা রেজিঃ প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে দেখা গেল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আকবর হোসেন অফিস কক্ষে বসে খাতাপত্র ঠিক করছেন। বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের একজন ফারুকজ্জামান গেছেন চেয়ারম্যান বাড়িতে জন্ম নিবন্ধনের কাগজ নিয়ে। অন্য শিক্ষিকা ফিরোজা বেগম অসুস্থজনিত ছুটিতে আছেন। বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী না থাকলেও ১৬৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬৫ জনকে উপস্থিত দেখানো হয়েছে হাজিরা খাতায়। কারণ হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানালেন, 'বার্ষিক পরীক্ষা শেষ তাই পোলাপান কম আসে।' এ স্কুলের ৫৩ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায় বলে তিনি জানালেন। উপবৃত্তি বাবদ কোনো টাকা কেটে রাখা হয় কি না জানতে চাইলে তিনি জানান, আমরা কোনো টাকা পয়সা রাখি না। পার্শ্ববর্তী ৬৩নং নয়া ভাঙ্গণী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে দেখা গেল নাদিরা আক্তার নামে একজন শিক্ষিকা অফিস কক্ষে বসে খাতাপত্র ঠিক করছেন। ছয় শিক্ষক পদের তিনটি খালি। প্রধান শিক্ষিকা নাজমুন নাহার আনসারি পাঁচদিনের একটি ট্রেনিংয়ে গেছেন গলাচিপায়। অন্য শিক্ষিকা মাহমুদা আক্তার রয়েছেন এক বছরের পিটিআই ট্রেনিংয়ে। স্কুলটির সব কক্ষ তালাবদ্ধ থাকলেও ওইদিন ২০ ছাত্র উপস্থিত দেখানো হয়েছে হাজিরা খাতায়।

অনুপস্থিত ছাত্রকে খাতায় উপস্থিত দেখিয়ে উপবৃত্তি পাইয়ে দেয়া হয় কি না এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষিকা নাদিরা জানান, 'আসলে দুই একজন ভালো শিক্ষার্থী মাঝে মধ্যে অসুস্থতার কারণে স্কুলে আসতে না পারলে উপবৃত্তি যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য কিছু অনিয়ম করা হয়। তবে তা নেহাতই কম এবং শুধু অসুস্থতার বেলায়ই তা করা হয়।

এ ইউনিয়নের আটটি সরকারি আর.চারটি রেজিঃ প্রাইমারি স্কুলের তদারকির দায়িত্বে থাকা সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল হোসেন মাসে একবার স্কুলগুলো পরিদর্শনে আসেন বলে এলাকার একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন। তবে তাও শুকনো মৌসুমে। বর্ষার ছয় মাস তাদের দেখাও মেলে না। এ ইউনিয়নের প্রবেশ দ্বার হিসেবে পরিচিত কোড়ালিয়া খেয়া ঘাটের মুদি দোকানি বিষ্ণুপদ দাস জানালেন, এটিও স্যারেরা নিয়মিত এলে স্কুলগুলো ভালোভাবে চলতো।

এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার আবুল হোসেন জানান, 'বৃত্তির টাকা থেকে আপ্যায়ন কিংবা যাতায়াতের কোনো খরচ নেয়া হয় তা আমার জানা নেই। তবে উপবৃত্তি বিতরণের দিনে কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষক যদি আপ্যায়ন করায় সে কথা আলাদা। তদারকির বিষয়ে তিনি বলেন, কেউ অহেতুক আমার নামে মিথ্যে বলতে পারেন। আমি নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করি।'